R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/RNP—214

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ( দাদাঠাকুর )
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
( মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত )
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৮শে চৈত্র, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
১১ই এপ্রিল, ২০০১ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৪০ টাকা

## সমঝোতায় বাদ পড়া এবারের নির্দল প্রার্থী মহঃ সোহরাব কংগ্রেস ছাড়লেন, বিধায়ক হাবিবুর রহমানও পা বাড়িয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর ও সুতী বিধানসভা আসনে দীর্ঘদিনের কংগ্রেস প্রার্থী বিধায়ক হাবিবুর রহমান এবং বিধায়ক মহঃ সোহরাব আসন রফার শিকার হন। এর প্রতিবাদে মহঃ সোহরাব দলত্যাগ করে সুতী কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হচ্ছেন। গত ৯ এপ্রিল সকালে এক সাক্ষাতকারে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মহঃ সোহরাব আবেগভরা কণ্ঠে জানান গতকাল মঙ্গলজনে আমার বাসভবনে এক সভার সিদ্ধান্ত মতো প্রায় তিন হাজার সমর্থক নিয়ে আমি এ আই সি সির সদস্য পদসহ কংগ্রেস দল ত্যাগ করেছি এবং সুতী কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আমার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য (শেষ পৃষ্ঠায়)

## কংগ্রেসের সহযোগিতা আশা করেন তৃণমূল প্রার্থী ফুরকান, অন্যদিকে বাদ পড়া কংগ্রেসীরা হতাশাগ্রস্ত

বিশেষ প্রতিবেদক : বহু টানাপোড়েনের পর পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেসের মধ্যে আসন সমঝোতা শেষ হয়েছে। যদিও এতে কংগ্রেসীদের মধ্যে বহু স্থানে ক্ষোভ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে জঙ্গিপুর ও সুতীতে দীর্ঘদিনের কংগ্রেস বিধায়ক ও দুই নেতা হাবিবুর রহমান ও মহঃ সোহরাব মনোনয়ন না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ তাঁদের কর্মীরাও। তাদের বক্তব্য দুর্দিনে কংগ্রেসে থেকে লড়াই করে জিতে আজ তার ফল পেলাম। কংগ্রেস কর্মীরা এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে নির্দল প্রার্থী হিসাবে সুতীতে মহঃ সোহরাব দাঁড়াচ্ছেন। হাবিবুর রহমানও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমতাবস্থায় মহঃ ফুরকান কংগ্রেসীদের কতটা সহায়তা পাবেন প্রশ্ন করায় ফুরকান বলেন, 'আমরা জোটের প্রার্থী। আমার সঙ্গে প্রত্যেক (শেষ পৃষ্ঠায়)

## সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকসহ ৭০০ কর্মী ও নেতা তৃণমূলে

বিশেষ প্রতিবেদক : জঙ্গিপুরে সেখ ফুরকানের প্রার্থীপদ ঘোষণার পরদিনই ৮ এপ্রিল সাগরদীঘি ব্লকের ৭০০ কংগ্রেস কর্মী ও নেতা তৃণমূলে যোগ দিলেন। তৃণমূল নেতা সেখ ফুরকান এক লিখিত বিবৃতিতে জানান, সাগরদীঘি হাই স্কুলে এক সভায় তৃণমূলের জেলা যুব সভাপতি অশোক দাস, তৃণমূলের জেলা সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান নাজমুল হকের উপস্থিতিতে ঐ নেতা কর্মীরা তাঁদের দলে যোগ দিলেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে আছেন সাগরদীঘি ব্লক কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সামসুল হুদা, সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের আটজন সদস্যসহ মোট ১৫ জন গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আমিরুল ইসলাম ও আবদুল ওদুদ, ব্লক কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি নুরুজ্জামান ও মহঃ সিরাজ, বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান ও অঞ্চল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ।

## জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের চারটি আসনে তৃণমূল, তিনটিতে কংগ্রেস

নিজস্ব সংবাদদাতা : কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে আসন রফার পর জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি আসনের মধ্যে তৃণমূল পেল চারটি, কংগ্রেস তিনটি। তৃণমূল সুতী, জঙ্গিপুর, সাগরদীঘি ও খড়গ্রাম কেন্দ্রে প্রার্থী দেবে। তাদের প্রার্থীরা যথাক্রমে শীশ মহম্মদ, সেখ ফুরকান, রাজেশ ভকত ও হরেন হালদার। অন্যদিকে কংগ্রেসের ফরাক্কা ও অরঙ্গাবাদ কেন্দ্রে দুই প্রাক্তন বিধায়ক যথাক্রমে মইনুল হক ও হুমায়ুন রেজা ছাড়া নবগ্রামে অড়িত মজুমদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উল্লেখ্য এই সাতটি বিধানসভার মধ্যে গত নির্বাচনে পাঁচটিতে কংগ্রেস জেতে, সিপিএম জেতে সাগরদীঘি এবং খড়গ্রামে। পরে নবগ্রামের উপনির্বাচনে সিপিএমের নৃপেন চৌধুরী সেখানে জয়লাভ করেন।

## গণতান্ত্রিক সমাজবাদী পার্টির নির্বাচনী জনসভায় সৈফুদ্দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গীপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী পার্টির জঙ্গিপুরের প্রার্থী গিয়াসুদ্দিনের সমর্থনে গত ৩ এপ্রিল এক নির্বাচনী জনসভা হয়ে গেল। সভা আরম্ভ হবার কথা ছিল বিকেল চারটেয়। পি ডি এসের প্রতিষ্ঠাতা তথা নির্বাচনী সভার প্রধান বক্তা সৈয়দ সৈফুদ্দিন চৌধুরী সন্ধ্যে ৬-২০ নাগাদ সভায় আসেন। পি ডি এসের কেন্দ্রীয় ( শেষ পৃষ্ঠায় )

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের ( দাদাঠাকুর ) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত
সেরা বিদূষক ( ১ম ও ২য় খণ্ড )
দাম : প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ ( ডাক খরচ পৃথক )
প্রাপ্তিস্থান : দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন : এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে চৈত্র বুধবার, ১৪০৭ সাল।

## ॥ ভোট-আদিপর্ব ॥

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি চলিয়াছে। পুরাদমে প্রশাসনিক ভোট প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে। নির্বাচন কর্মীদের প্রশিক্ষণের কাজ চলিতেছে। এই মহকুমায় মোট ৯৫৩টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রহিয়াছে। প্রতিটির জন্য পোলিং ও প্রিসাইডিং অফিসারের প্রয়োজন হয়। সরকারী, আধা-সরকারী কর্মচারীদের লইয়া এই সব ভোটকর্মী নিযুক্ত করা হয়। ভোটকেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য হোমগার্ড, কনষ্টেবল, সশস্ত্র পুলিশের ব্যবস্থা থাকে।

এবারের নির্বাচনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে,, ইলেক্ট্রনিক ভোটযন্ত্রের মাধ্যমে ভোট গ্রহণ করা হইবে। এই ভোটযন্ত্রের দ্বারা ভোটগ্রহণের প্রদর্শনী করা হইবে বলিয়া জানা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, বুথ এজেন্ট, পোলিং ও প্রিসাইডিং অফিসার এবং সাংবাদিকরা এই যন্ত্রের দ্বারা ভোটগ্রহণ পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করিবেন। আরও জানা যায় যে, সাধারণ ভোটারেরাও ৩ ৪টি বুথের কেন্দ্রস্থলে এই যন্ত্রে ভোটদান পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করিবেন।

নির্বাচনে নানা বেনিয়ম ও দুর্নীতি রোধের জন্য এই প্রথম ভোটগ্রহণে ইলেক্ট্রনিক ভোটযন্ত্র ব্যবহার করা হইতেছে। ভোটদান-কার্য যাহাতে সুষ্ঠু ও নির্ভুল হয়, তাহার জন্যই এই নয়া ব্যবস্থা। কিন্তু ভোটের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যাহা হইয়া থাকে, যেমন ছাপ্পাভোট, রিগিং, বুথ দখল, ইচ্ছামত ব্যক্তিকে যথেচ্ছ ভোটদান ইত্যাদি রোধ করিবে কে? ভোট কেন্দ্রে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রশাসনিক স্তর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহা ত কার্যকরী হয় না। যে স্থানে যে দলের আধিপত্য প্রবল, সেখানে ভোট-গ্রহণ সেই দলের স্বার্থ পূরণ করিয়া থাকে। উপরন্তু প্রকৃত ভোটার ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাইবার পূর্বেই ভোট হইয়া যায়—এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা অনেক ভোটারের আছে। ক্ষমতা হাতে থাকিলে তাহার অপপ্রয়োগে কোন বাধা থাকে না, যদিচ বেআইনী কিছু করিয়া স্বার্থসিদ্ধির স্পৃহা থাকে, বস্তুতঃ বর্তমানে কোন রাজনৈতিক দলই এই সব হীনমনোবৃত্তির কলুষমুক্ত নহে।

পরিচয়পত্র সংভাবে ভোটপ্রদানের সহায়ক বলিয়া মনে করা হইতেছে। কিন্তু তাহাতেও 'লুপহোল'-এর ব্যবস্থা যে থাকিবে না, এমত নিশ্চয়তা নাই। ভোটকেন্দ্রে ভোটকর্মী-দিগকে নিস্তব্ধ-নিষ্ক্রিয় করিবার পদ্ধতি আজিকার দিনে কাহারও অজানা নাই। সেইভাবে ভোট হইলে কী-ই বা বলিবার থাকে, আর কী-ই বা করা যায়? ইলেকট্রনিক যন্ত্র সব সময় নির্ভুল কাজ করিয়া থাকে, এমত নহে। কমপিউটারের অতি সামান্যতম ভুলে বিশাল বিপর্যয় ঘটে। ঈপ্সীত চিহ্নের বোতাম টিপিয়া দেওয়া হইল, ভোট পড়িল অন্য চিহ্নে যন্ত্রের ভুলে। ভোটার অথবা ভোটকর্মীরা কিছু বুঝিলেন না। অতঃপর ভোট গণনার বিষয়।

যাহা হউক, সব দিক বিবেচনা করিয়া নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন এবং ভোটার ও ভোটপ্রার্থীরা ভোটপর্বকে সৎ ও শুদ্ধ করিবেন—ইহাই কাম্য।

## চিঠি-পত্র

( মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব )

### *আতিথেয়তায় দুর্গাশঙ্কর শুকুল*

এ বৎসর স্বনামধন্য দুর্গাশঙ্কর শুকুলের শতবর্ষ। গান্ধীবাদী, সরল, নিরহঙ্কার ঐ ব্যক্তির সান্নিধ্যে যাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করি। ১৯৪১ সালের কথা। আমি তখন বাড়ালা রামদাস সেন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তখন শরদিন্দুভূষণ পাণ্ডে। একটি কি জরুরী কাজে স্যার আমাদের দুজনকে পাঠান চিঠি দিয়ে। বৈকালে বান্ধায় উঠি। শুকুলমশায় আমাদের দুই কিশোরকে সাদরে আহ্বান জানান। যাওয়া মাত্র মুড়ি, আলুভাজি ও তালের গুড় দিয়ে জলযোগ করান। আমি বলি চিঠির উত্তর দিন আমরা রওনা হব। তিনি বলেন—"তাই হয় তোমাদের আজ রাত্রে থাকতে হবে।" আমি বলি—"সর্বনাশ! তা হলে স্যার আমাদের হাড় ভেঙে দেবেন।" তিনি মিষ্টি হেসে বলেন—"ভয় নাই লোহারামবাবুকে আমি চিঠি লিখে দেব।" অগত্যা রাত্রি বান্ধ্যাতে কাটাতে হয়। যে ঘরে থাকি তার চারধারেই চড়কা। রাত্রি ৯ টায় রামশালের চালের ভাত, ৪/৫টি ব্যঞ্জন মাছভাজা, মাছের ঝোল, দুধ, কলা, তালের গুড়। অবাক হই আপ্যায়নে, ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা। বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছে যে দোলা। আত্মাপ্রসন্ন বন্ধু, আমি আরামে সুখে নিদ্রা যায়। সকালে দরজা খুলতেই দেখি জলপূর্ণ দুটি গাড়ু। তার উপর দুখানি গামছা। গামছার উপর দুখানি নিমকাঠির দাঁতন। পায়খানা করে এসে দাঁত মেজে বসি। লক্ষ্মীর প্রতিমা গৃহকর্ত্রী রেকাবিতে ৫/৬ খানা ফুলকো লুচি বেগুন ভাজা, তালের গুড়, জলখাবার দিয়ে যান। শেষে চা। আমরা খেয়ে চিঠির উত্তর নিয়ে রওনা হই। তাঁর আতিথেয়তার কথা বারবার মনে আসছে। দেব দুর্লভ মানুষটির মুখ ভেসে উঠছে আঁখির আয়নায়। শিব সম তুমি শুকুল/লহ অঞ্জলি কবিতার ফুল।

—শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ, সাগরদীঘি

কংগ্রেসের সঙ্গে মমতা জোট বাঁধলেন তা হলে?—প্রশ্ন।

—নাম-মাহাত্ম্যে কী না হয়?

* * *

'মহাজোট হল না, সি পি এমের পোয়াবারো।'—সংবাদের হেড লাইন।

—না, পাথরে পাঁচকিল বলুন।

* * *

বামফ্রন্ট এই রাজ্যে ২৪ বছর শাসন-ক্ষমতায় ছিল, আরও ২৫ বছর থাকবে—বলেছেন জনৈক সি পি এম নেতা।

—থাকবে না কেন? পশ্চিমবঙ্গের ভোটাররা যথেষ্ট সচেতন।

* * *

'কোহিনূর-এর করিশ্মা'।—একটি বিজ্ঞাপন দেখে মা-মেয়ের মধ্যে কথা:

—'কোহিনূর-এর করিশ্মা, এই শাড়ী পারিস মা।'

'লক্ষ্মী আমার মা, এই শাড়ী আনিস মা।'

* * *

রেলের পরীক্ষায় টুকলি করার জন্যে তিনজন ধরা পড়েছে।—খবর।

—টুকলি ত টুকলি,
তা ধরা কেন পড়লি?

* * *

উত্তর কলকাতার কুখ্যাত অপরাধী রমেশ সাউ ওরফে দুখিয়া গত ১৯৯৮ সালের মে মাসে জেল পালিয়ে এখন ধরা পড়েছে বলে জানা গেল।

—তার ডাক নাম সার্থক হতে চলেছে।

* * *

বামিয়ানের ঐতিহাসিক বুদ্ধমূর্তি ভাঙার পর তালিবানরা ভাঙা-টুকরোগুলো বিক্রির চেষ্টা করছে পেশোয়ারে।—খবর।

—মরা হাতি সওয়া লাখের সওয়াল!

# পথ নাটিকা ও সফ্‌দর হাসমি

*ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়*

কবিতার আবৃত্তি আমাদের মনকে যেমন টানে নাটকাভিনয় তেমনি আকর্ষণ করে। কবি লোরকা বলেছেন—মানুষের মনের দোর গোড়ায় সহজে পেঁছাতে পারে কবিতা। কথাটি ঠিক। তবে নাটক দর্শক-শ্রোতাদের আরো বেশি করে অভিভূত করতে পারে, চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারে। কারণ—নাটক সম্পর্কে শিশির সেন বলেন ঃ 'নাটকে সাধারণতঃ একটা ধারণা বা আদর্শের কিংবা কোন সত্য প্রকাশিত হয় এবং এগুলি যুগে যুগে অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, সমকালীন সমাজ, যে সমাজে নাট্যকার বাস করছেন তাঁর নাটকের পাত্র পাত্রী, যারা সেই সমাজের অসংখ্য দ্বন্দ্বের মধ্যে আপনাপন শ্রেণীভুক্ত হচ্ছেন, ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট গতি পথে যারা বর্তমানের ঘাটে এসে ভীড় করছেন—নাটক এ সবেরই প্রতিফলন।' কোন বিদগ্ধ পন্ডিতের ভাষায়—নাটক narration নয়, action.

সময়ের প্রয়োজনে এ দেশে বিভিন্ন সময়ে নাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিকের পরিবর্তন ঘটেছে। প্রসেনিয়ম ধারা থেকে সরে এসে নাটককে নতুন পথে মোড় ফেরাতে হয়েছে। মূল্যবোধের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের চিন্তা চেতনার বদল ঘটেছে। মানুষের প্রয়োজনে কবিতা-নাটককে প্রগতিশীল এবং প্রতিবাদী হয়ে উঠতে হয়েছে। ইতিহাস থেকে দেখা যায়—প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর ইউরোপে মধ্যবিত্ত সমাজের সংকট। ইতালিতে ঘটেছে মুসোলিনীর অভ্যুত্থান, জার্মানীতে হিটলারের তান্ডব, স্পেনে ফ্রাঙ্কোর অত্যাচার। ফ্যাসিস্ত শক্তির স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৩৬ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক লেখক সংঘের দ্বিতীয় কংগ্রেস। ভারতে গঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘ। এ দেশ থেকেও একটা প্রতিবাদী ইস্তাহার পাঠান হয়—তাতে বলা হয়েছিল—'উন্মত্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও ভঙ্গী সভ্যতা আজ সভ্যতার ভাগ্য নিয়ে খেলা করে সংস্কৃতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এ অবস্থায় নীরব থাকা অপরাধ।' সাহিত্যে দেখা দেয় প্রতিবাদিতা। নাটকেও দেখা দেয় প্রতিফলন। চল্লিশের দশকে এ দেশে শুরু গণনাট্য আন্দোলন, রচিত হতে থাকে প্রতিবাদী নাটক। শিশির সেনের মতেঃ 'কোন অবস্থাতেই কোনও নাট্যকার তাঁর নাটকে সমকালীন সমাজের ধ্যান ধারণাকে এড়াতে পারেন না।' চল্লিশের দশকে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে গণনাট্য সংঘ তাদের নাটকের মধ্যস্থতায় জনগণের চেতনা জাগাতে সমকালীন সমস্যার নাটক নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। স্মরণ করা যেতে পারে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের কথা।

তারপর সত্তরের দশকে নাটক এবং নাটকের আঙ্গিকের বদল ঘটেছে। নাটককে আরো বেশি করে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে নতুন ধারাপথের সন্ধান করা হয়েছে। এ ধারায় এসেছে পথনাটক বা পথনাটিকা। পথ হচ্ছে আম জনতার প্রকাশ্য দরবার। সংক্ষিপ্ত সময়ে পথের মোড়ে চলমান দর্শক শ্রোতাদের কাছে দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি বিষয়ে বক্তব্যকে উপস্থিত করা এ নাটকের কাজ। নাট্যকার সফ্‌দর হাসমি এ নাটকের চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন: "এই থিয়েটারের রাজনৈতিক চরিত্র খুব সুস্পষ্ট। মানুষের কর্মক্ষেত্র, থাকার জায়গা, খেত খামারের ধার, কারখানার গেট, হাট-বাজার-গঞ্জ-বন্দর-খেলার মাঠ-চলার পথ সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হতে পারে।" তাঁর মতে এ নাটিকা হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। পথ নাটিকাকে বলা হয় পোষ্টার নাটক। এ নাটিকা প্রচারধর্মী। এ নাটিকায় থাকে 'এজিট গ্রুপ' অর্থাৎ 'এজিটেশন' এবং 'প্রপাগান্ডা' ( ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত ) ডঃ সেনগুপ্তের ভাষায়—এ নাটিকা লোকনাট্যের পোষাকে নাগরিক রূপায়ণ। পথনাটিকা শ্রমজীবি কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্ত মানুষদের কথা বলে।

সফ্‌দর হাসমি শোষিত মানুষদের চেতনা জাগিয়ে তোলার কাজে এ জাতীয় নাটিকাকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন প্রগতিশীল, সমাজসচেতন, দায়বদ্ধ নাট্যকার এবং নাট্যশিল্পী। ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত বলেছেন : 'যন্ত্র ও মানুষ ; শ্রমিক ও মালিক ; শোষক ও শোষিতের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক চিত্রণই সফ্‌দর হাসমিকে পথনাট্যের গতি নির্দেশ করেছে।' সুস্থ জীবনবোধ ও সংস্কৃতি চেতনাকে মেনে নিতে পারে না শোষক শাসক শ্রেণী। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত হাসমি লিখে গেছেন নারীর অধিকার নিয়ে 'আওরাত', শোষনকারী সমাজে তরুণের স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে 'রাজা কা বাজা', 'মেশিন', 'হত্যারে', 'গাঁও সে শহর তক', 'হল্লাবোল' ইত্যাদি। ১৯৮৯ সালে ২রা ফেবরুয়ারী দিল্লীর উপকন্ঠে সাহিবাবাদে তাঁর প্রতিষ্ঠিত জননাট্যমঞ্চের শিল্পীদের নিয়ে একটি কারখানার শ্রমিকদের আন্দোলনের সমর্থনে 'হল্লাবোল' নাটক করে অভিনয় করার সময় গুন্ডাবাহিনীর হাতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। ইতিহাসে এমন নজির অনেক আছে—বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন ও নাট্যকার ব্রেখট্‌কে জার্মানী থেকে বিতারিত করা হয়েছিল ; কবি গারথিয়া লোরকাকে হত্যা করা হয়েছিল, কবি বেঞ্জামিন মোলাইজকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল ; পাবলো নেরুদাকেও শাসনগোষ্ঠী সহ্য করতে পারেনি। এ দেশেও আঘাত নেমেছে—সোমেন-প্রবীর-সত্যেন-ব্রজলালের উপর। কিন্তু হায়, শিল্পীদের মৃত্যু হয় না। বরং তারা মৃত্যুকে নিহত করে হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়। সফ্‌দার হাসমি ছিলেন পথনাটিকার জগতে আপোষহীন সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। আগামী ১২ই এপ্রিল তাঁর জন্মদিন।

তথ্যসূত্র ঃ গণনাট্য (রজত জয়ন্তী সংখ্যা) ; গণশক্তি (রবিবারের পাতা) ১৯৯৭/১৯৯৮।

## বামফ্রন্টের বিকল্প দল এখনও গড়ে ওঠেনি—দেবব্রত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি জঙ্গিপুর টাউনক্লাব সংলগ্ন মাঠে কার্যত নির্বাচনী জনসভায় জঙ্গিপুর লোকসভার সিপিএম সাংসদ আবুল হাসনাত খান ৫৪নং জঙ্গিপুর বিধানসভার বামফ্রন্ট প্রার্থী আরএসপির আবুল হাসনাতের (চন্দন) পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন আগামী ছ' মাসের মধ্যে ভাগীরথী নদীতে ব্রীজ চালু হবে। জঙ্গিপুরবাসীর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। মূলতঃ কর্মীসভা হলেও কার্যতঃ নির্বাচনী জনসভায় এটি রূপান্তরিত হয়। সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জেলা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান মধু বাগ, ফরওয়ার্ড ব্লকের কবীর সেখ, সি পি আইয়ের উম্মলওয়ালা বেগম, সিপিএম জোনাল সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, জঙ্গিপুরের সাংসদ আবুল হাসনাত খান, আরএসপি প্রার্থী আবুল হাসনাত এবং রাজ্যের মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তারা সকলেই কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল এবং অন্য প্রার্থীদের ভোট না দেওয়ার আবেদন জানান। দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বামফ্রন্টের বিকল্প বামফ্রন্ট। পশ্চিমবাংলায় বিকল্প দল এখনো গড়ে ওঠেনি। এমতাবস্থায় বিগত ২৪ বছরে বামফ্রন্টের সাফল্যই নতুন প্রজন্ম বামফ্রন্টকে ভোট দেবেন। বিগত বিধানসভার আরএসপির পরাজিত প্রার্থী আবদুল হককে কর্মীসভায় আমন্ত্রণ না জানানোয় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

## বাজ পড়ে তিনজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১ এপ্রিল বিকেল ৪টা নাগাদ সামান্য ঝড় বৃষ্টিতে সুতী ১ ব্লকের নাদাই গ্রামের কাঁদুয়ার মাঠে গরু চড়াতে গিয়ে বাজ পড়ে তিনজন ঘটনাস্থলে মারা যান। এরা হোলেন বিজয় মন্ডল (৩৮), নিতাই মন্ডল (২৮), রূপচাঁদ মন্ডল (১০)। বৃষ্টির মধ্যে একই ছাতার মধ্যে এরা তিনজন মাঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বাকী চারজন খানিকটা দূরে অন্য ছাতার নীচে অপেক্ষা করছিলেন। মৃত তিনজনের শরীরের এক দিক ঝলসে যায় বলে খবর।

## মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৬ এপ্রিল রাত নটা নাগাদ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সুকীর মোড়ের কাছে এক মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় একজন যুবক ঘটনাস্থলে মারা যান। অন্যজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ শহরের বস্ত্র ব্যবসায়ী অশোক জৈনের ছেলে আশিস ও বিড়ির পাতা তামাক ব্যবসায়ী সুশীল দাসের ছেলে পিন্টু ঐ সময় পলষন্ডা হোটেল থেকে খাওয়া দাওয়া করে বাড়ী ফিরছিলেন। একটি লরিকে ওভারটেক করার সময় নাকি তাঁরা দুর্ঘটনায় পড়েন। পিন্টু ঘটনাস্থলে মারা যান। আশিস এখন কোলকাতায় চিকিৎসাধীন।

***কংগ্রেসীরা হতাশাগ্রস্ত*** ( ১ম পৃষ্ঠার পর )

কংগ্রেস কর্মী নেতার ভাল সম্পর্ক। এ ছাড়া ফরাক্কা ও অরঙ্গাবাদে কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থনে আমরা একসঙ্গে কাজ করবো। সেরকম তৃণমূলের যেখানে প্রার্থী থাকবে সেখানে আমরাও কংগ্রেসের পূর্ণ সহযোগিতা আশা করছি। ভোটের হাওয়া উঠলেই জঙ্গিপুরে মমতা ব্যানার্জীকে এনে তৃণমূল বড় সমাবেশের ব্যবস্থা করবে বলে দলীয় সূত্রে খবর। অন্যদিকে আরএসপির আবদুল হকও জঙ্গিপুর কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

## Notice

I Smt. Anjali Saha hereby declare that my Peerless Certificate No. 50711151 pertaining to Berhampore Branch has been lost from my custody since September 2000. I have applied to the authority to issue me a duplicate Certificate. If there is any objection or claim from anybody please raise within 30 days hereof.

## বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার সমস্ত ভিডিও গ্রাফারদের জানানো যায় যে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন, ২০০১-এ অনুষ্ঠিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ বিষয়ের চিত্র ধরে রাখার জন্য একটি টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে যা আগামী ১৫/০৪/২০০১ তারিখ বেলা ৩ ঘটিকা পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে এবং ঐ দিনই তা বেলা ৩-৩০ মিনিটে খোলা হবে।

যে সকল ভিডিও গ্রাফার এই টেন্ডারে অংশ নিতে ইচ্ছুক তাঁরা জেলা নির্বাচন দপ্তরে অফিসের দিনগুলিতে প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর নিতে পারেন।

জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ

স্মারক সংখ্যা ২০২ (৪) তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ৯/৪/২০০১

***হাবিবুর রহমানও পা বাড়িয়ে*** (১ম পৃষ্ঠার পর)

দলত্যাগীদের মধ্যে আছেন সুতী-১ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অমিয় দাস, রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লক সভাপতি অরুণ সরকার, সুতী ১ ব্লক যুবনেতা মোজাম্মেল হক, জেলা যুবনেতা বিকাশ নন্দ, জেলা কমিটির সদস্য উমাপতি মন্ডল প্রমুখ। তিনি আরো জানান, দলের নেতা প্রণব মুখার্জী, কমল নাথ, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, অতীশ সিংহের সঙ্গে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেও কিছু হল না। বিধায়কদের মধ্যে আমি এবং হাবিবুর রহমানই জেলা থেকে বাদ পড়লাম। নানা প্রলোভনেও দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি বলেই আজ আমাদের এই পরিণতি। দলকে উপেক্ষা করে সরাসরি মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে কথা বললে আমরা প্রাধান্য পেতাম। সে বিশ্বাস আমার আছে। অন্যদিকে বিধায়ক হাবিবুর রহমান জানান—৯ এপ্রিল বিকেলে রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের কালীতলা হাই স্কুলে প্রায় ৪০০০ কর্মীর উপস্থিতিতে এ, আই, সি, সি এবং পি, সি, সির প্রেসিডেন্টের কাছে ফ্যাক্স পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৭২ থেকে নানা প্রতিকুলতার মধ্যে কংগ্রেস দল করে, সিপিএমের সন্ত্রাসে পিছিয়ে না এসে সংগঠন চালিয়ে গিয়েছি। আজ মমতা ব্যানার্জীকে তোষণ করে শুধু তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করার জন্যই আমাদের মতো দুর্দিনের কর্মীদের বাদ দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে হাই কমান্ডের সুচিন্তিত মতামত আমরা ১৬ এপ্রিলের মধ্যে আশা করছি। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে ১৮ এপ্রিল জঙ্গিপুর কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দেব। মহঃ সোহরাব এবং হাবিবুর রহমান নির্দল প্রার্থী হয়ে দুই কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ঐ কেন্দ্র দুটির তৃণমূল প্রার্থীদের যে বেকায়দায় পড়তে হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

***নির্বাচনী জনসভায় সৈফুদ্দিন*** (১ম পৃষ্ঠার পর)

কমিটির সদস্য আশিস চৌধুরীর নাম ঘোষিত হলেও তিনি আসেননি। গিয়াসুদ্দিনের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়। সৈফুদ্দিন চৌধুরী ৩০ মিনিটের ভাষণে বলেন, যে দলে গণতন্ত্র নেই সে দলে থাকা না থাকা সমান। গণতন্ত্রের পক্ষে ও ধর্ম নিরপেক্ষতার নিরিখে আমাদের এই আন্দোলন। আমাদের লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে গেলে আপনাদের মূল্যবান ভোটের প্রয়োজন আছে। আমরা সব দলের মত প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে দেবার দল নই। আপনারা গণতন্ত্রের লক্ষ্যে আমাদের প্রার্থী গিয়াসুদ্দিনকে ভোট দিতে পারেন। সৈফুদ্দিনের বক্তব্য ছিল শান্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ, মিষ্টি ভাষার মধ্যে শাণিত ছুরি। সময়ের স্বল্পতায় তিনি ত্রিশ মিনিটে বক্তব্য শেষ করে কলকাতা চলে যান। পরের বক্তা ছিলেন পার্টির নির্বাচিত প্রার্থী গিয়াসুদ্দিন। আমাদের দল নতুন হলেও আমরা গণতান্ত্রিক আদর্শপুষ্ট দল। বিগত কর্মজীবনে তিনি কিভাবে সিপিএমের রাজনীতি করেছেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন দলে গণতন্ত্রের জন্য চিৎকার করেছি কিন্তু লাভ কিছু হয়নি। এরা পার্টি আদর্শের নীতি নৈতিকতার ধার ধারেনা। যেভাবে সিপিএম গণতন্ত্র থেকে বিচ্যুত হয়েছে ঠিক সেইভাবে আজ আমরা গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে নেমেছি। আমি আপনাদের চির পরিচিত। আমাকে ভোট দিয়ে আপনাদের সেবার সুযোগ দিন। সভায় আড়াই থেকে তিন হাজার লোকের জমায়েত হয়।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।